



শাহেদ ফারুক বই পড়তে পছন্দ করেন

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
খিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ শাহেদ ফারুক সিনহা ৯১০ নম্বর পেয়ে যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। খিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক মরহুম ফারুক লতিফ সিনহার পুত্র ফারুক সিনহা জন্মিয়েছেন, তিনি বই পড়তে ও গান করতে পছন্দ করেন।



শাহেদ ফারুক বই পড়তে পছন্দ করেন

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাক্ষর আকতার খান গাইবান্ধা অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সাক্ষর আকতার খান নম্বর ঢাকা ১০২১৫৪। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৭০২। তিনি এসএসসি পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সাক্ষর আকতার খান পুত্র বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী। সাক্ষর আকতার খানের পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী এঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন এনজিনিয়ার। তার ফলাফল আপাতদৃষ্টিতেই যথেষ্ট বলে তিনি আমাদের প্রতিবেদককে জানান।



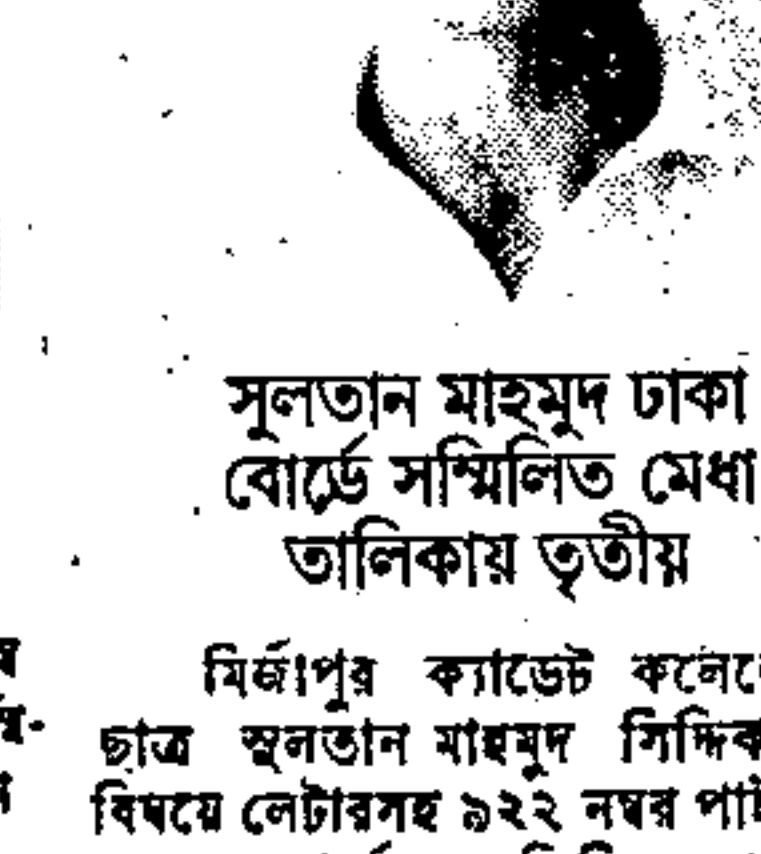
সাক্ষর আকতার খান

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
খুলশিদা জাহান ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। খুলশিদা জাহানের রোল নম্বর ঢাকা ১০২০০৩। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৮। খুলশিদা'র ছোট বোন নিলুফার জাহান একই বিভাগ থেকে একই পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েছেন। খুলশিদা জাহান এসএসসিতে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পুত্র বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। পিতা জনাব মোহাম্মদ খবির উদ্দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর।



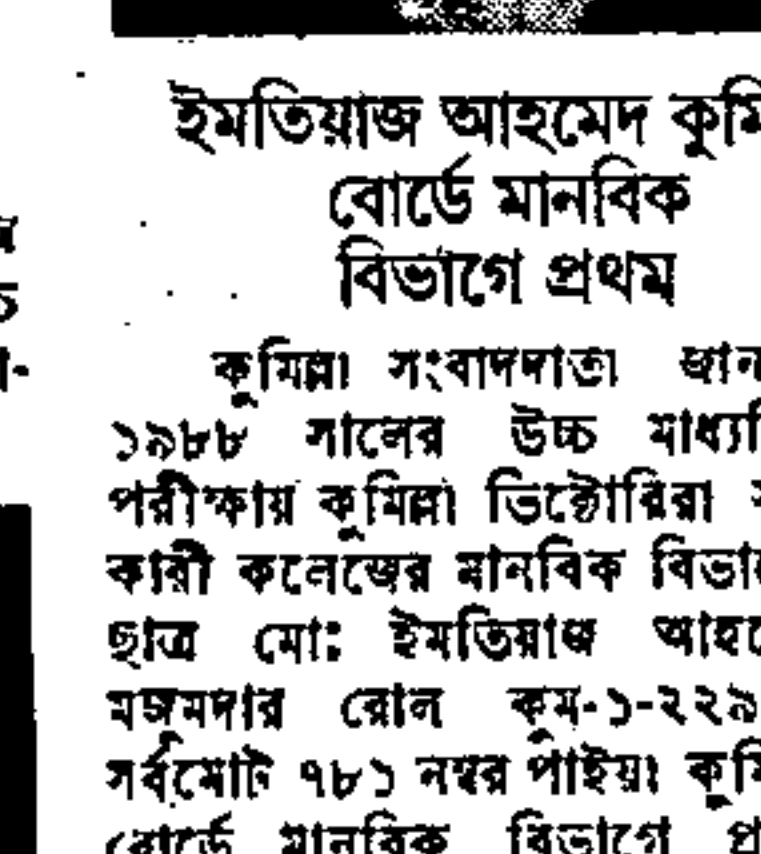
খুলশিদা জাহান

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
সুলতান মাহমুদ ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সুলতান মাহমুদ সিন্দীক ডিবিয়াতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন। ৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। এবারের ফলাফল সম্পর্কে তার প্রতিভা জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে দরমের পরীক্ষা দিয়েছি তাতে তৃতীয় হওয়ার চেয়ে বেশী ভালো ফলাফল আশা করিনি। বলা যায়, ফল আশাশ্রয়ী। দেশের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পান্টো উচিত বলে তিনি মনে করেন। তার পাবা জনাব বদরুল ইসলাম সিন্দীক বিএডিসি'র ডিভিশনাল ম্যানেজার।



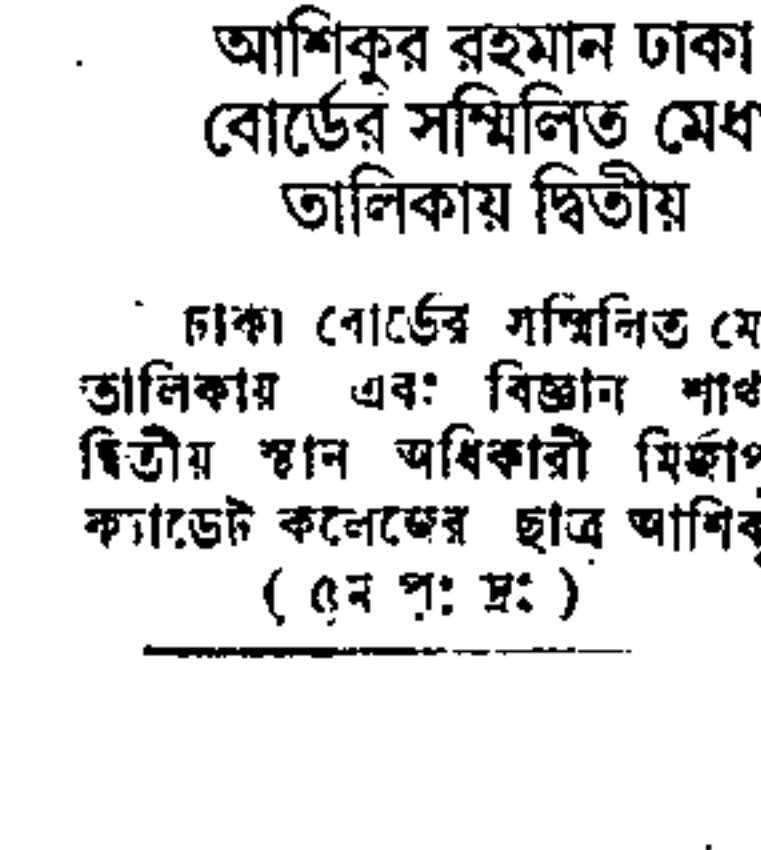
সুলতান মাহমুদ ঢাকা

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সুলতান মাহমুদ সিন্দীক ৪ বিষয়ে লেটারসহ ৯২২ নম্বর পাইয়া ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ও বিজ্ঞান শাখায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এম, (৫ম পৃ: ৫:)



মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
কুমিল্লা সংবাদপত্র জানান, ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কুমিল্লা ডিভিশনের সাক্ষর আকতার খান গাইবান্ধা অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সাক্ষর আকতার খান নম্বর ঢাকা ১০২১৫৪। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৭০২। তিনি এসএসসি পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সাক্ষর আকতার খান পুত্র বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী। সাক্ষর আকতার খানের পিতা জনাব মোহাম্মদ খবির উদ্দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর।



সাক্ষর আকতার খান

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকারী মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আশিকুর রহমান (৫ম পৃ: ৫:)



শরিন জামান ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয়

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
শরিন জামান (রোল-৭০৭৭ মানবিক) হলিক্রস কলেজ থেকে ৩টি লেটারসহ মোট ৮৪৮ নম্বর পেয়ে এবার ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয় হয়েছেন। শরিন এসএসসিতেও একই স্কুল থেকে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনে পড়াশুনা করবেন। শরিনের পিতা জনাব শামসুজ্জামান খান বাংলা একাডেমীর পরিচালক এবং মা হেলেন জামান একজন গৃহিণী। শরিনের ভাল ফলাফলের পেছনে তার বাবা-মা দাদু এবং শিক্ষকের অবদান ছিল বেশী। তিনি প্রি-টেস্টের পর থেকে দৈনিক ১০/১২ ঘণ্টা পড়াশুনা করতেন।



শরিন জামান ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয়

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
অপরাজিতা আহমেদ ভবিষ্যতে একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হবে। অপরাজিতা (রোল ৯৫৮১৭) ইউনিভার্সিটি কলেজ ওমেগ ফেডারেশন কলেজ থেকে মোট ৭৬৮ নম্বর পেয়ে এবার এইচ এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছেন। অপরাজিতা'র বাবা সিরাজুদ্দিন আহমেদ ব্যবসায়ী এবং মা শাহানা বাগুর প্রথম দস্থান। ভাল ফলাফলের পেছনে শিক্ষকের অবদানই বেশী ছিল বলে অপরাজিতা জানান। তিনি দৈনিক ৪/৫ ঘণ্টা পড়াশুনা করতেন। ভাল ফলাফলের জন্যে গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন দেখায় এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতাই দায়ী বলে তিনি জানান। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার সঠিক মূল্যায়নের জন্যে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন অপরিহার্য বলে অপরাজিতার ধারণা।



অপরাজিতা ঢাকা বোর্ডে

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী সুলতান মাহমুদ সিন্দীক ডিবিয়াতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন। ৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। এবারের ফলাফল সম্পর্কে তার প্রতিভা জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে দরমের পরীক্ষা দিয়েছি তাতে তৃতীয় হওয়ার চেয়ে বেশী ভালো ফলাফল আশা করিনি। বলা যায়, ফল আশাশ্রয়ী। দেশের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পান্টো উচিত বলে তিনি মনে করেন। তার পাবা জনাব বদরুল ইসলাম সিন্দীক বিএডিসি'র ডিভিশনাল ম্যানেজার।



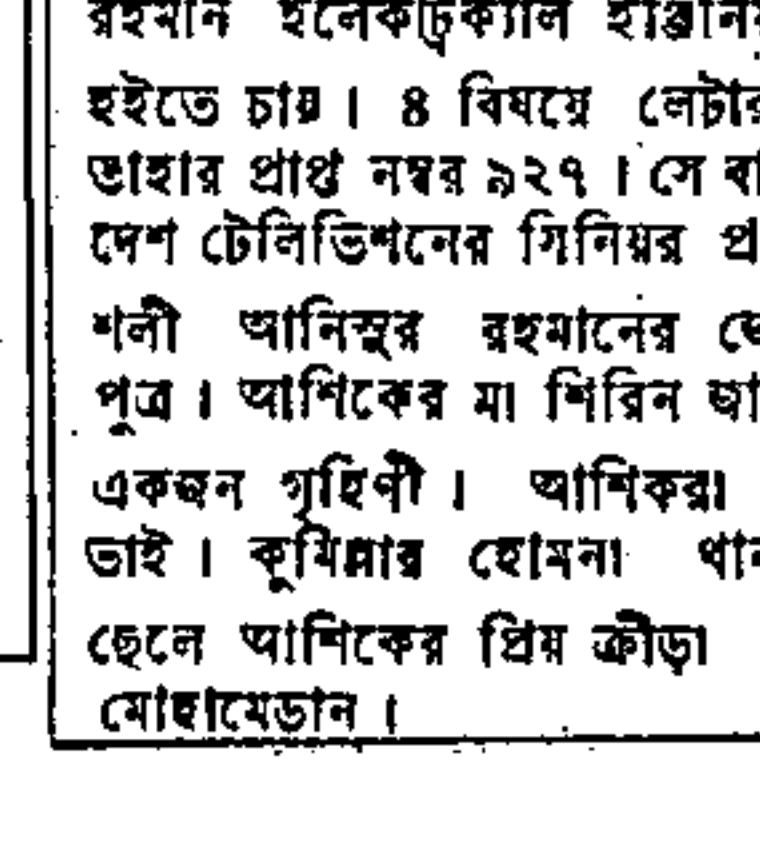
সুলতান মাহমুদ ঢাকা

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সুলতান মাহমুদ সিন্দীক ৪ বিষয়ে লেটারসহ ৯২২ নম্বর পাইয়া ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ও বিজ্ঞান শাখায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এম, (৫ম পৃ: ৫:)



মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
কুমিল্লা সংবাদপত্র জানান, ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কুমিল্লা ডিভিশনের সাক্ষর আকতার খান গাইবান্ধা অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সাক্ষর আকতার খান নম্বর ঢাকা ১০২১৫৪। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৭০২। তিনি এসএসসি পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সাক্ষর আকতার খান পুত্র বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী। সাক্ষর আকতার খানের পিতা জনাব মোহাম্মদ খবির উদ্দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর।

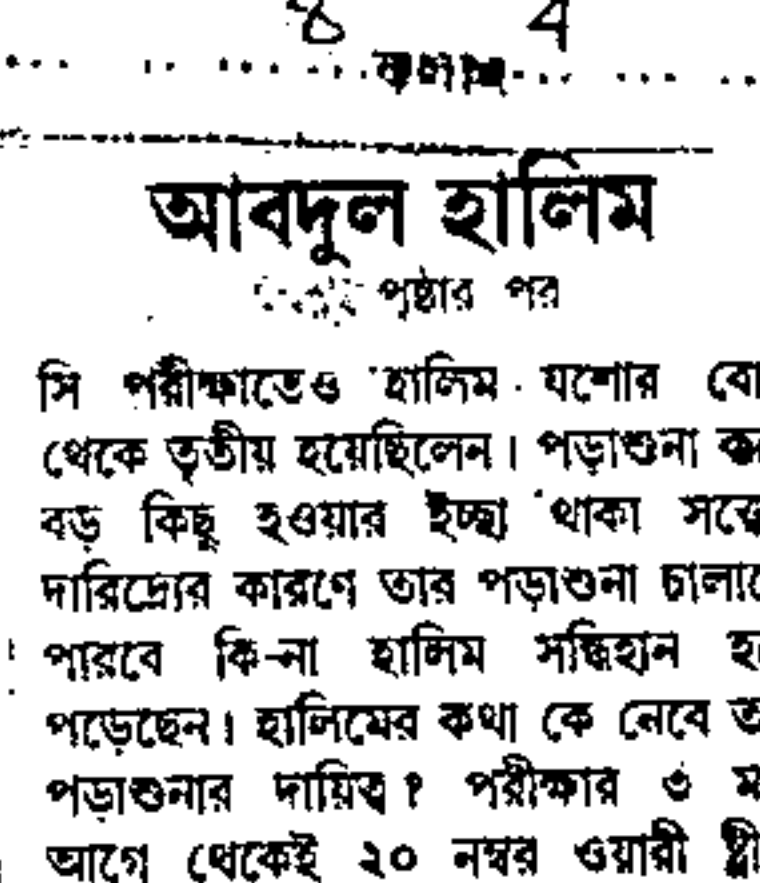


সাক্ষর আকতার খান

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকারী মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আশিকুর রহমান (৫ম পৃ: ৫:)



আশিকুর রহমান ঢাকা



আবদুল হালিম

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
সি পরীক্ষাতেও হালিম যশোর বোর্ড থেকে তৃতীয় হয়েছিলেন। পড়াশুনা করে বড় কিছু হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্রের কারণে তার পড়াশুনা চালাতে পারেননি। হালিমের কথা কে নেবে তার পড়াশুনার দায়িত্ব? পরীক্ষার ও মান আগে থেকেই ২০ নম্বর ওয়ারী গ্লাউস হালিমের সাথে পরিচিত হয় ঢাকার এডিশনাল চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম, এ, মুজিবুর রহমান পিয়ন জনাব আলী আহমদের সাথে। এ বাসাতেই বর্তমানে হালিম অবস্থান করছেন। পিয়ন আলী আহমদ মিলেস মুজিবুর রহমানের বড় ভাই। হালিমের বাবা জনাব আবদুল হালিম তারার কাছে কৃতজ্ঞ।



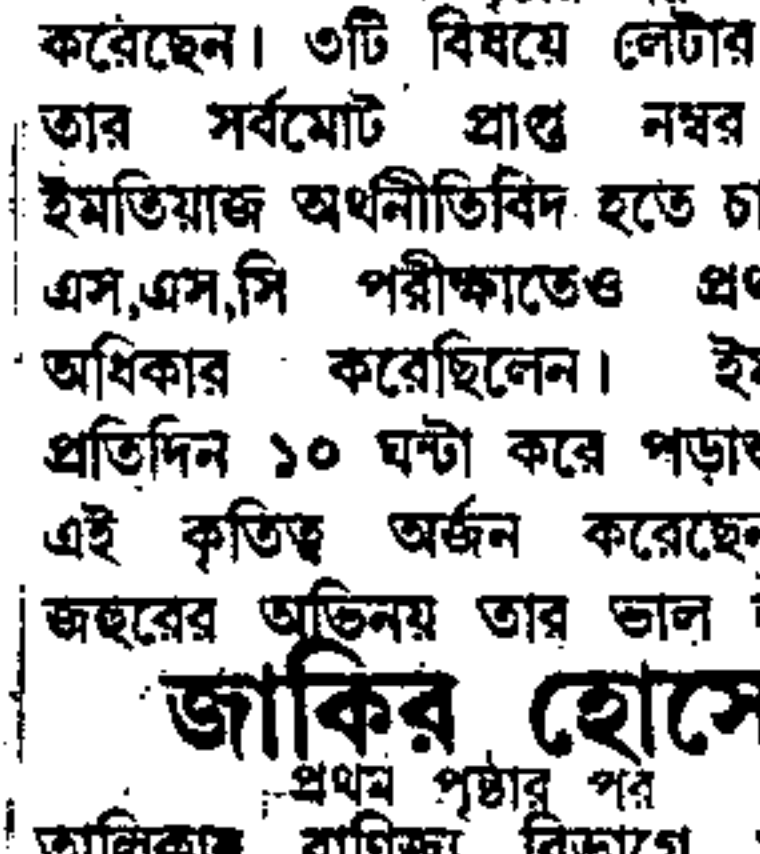
আবদুল হালিম

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী সুলতান মাহমুদ সিন্দীক ডিবিয়াতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন। ৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। এবারের ফলাফল সম্পর্কে তার প্রতিভা জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে দরমের পরীক্ষা দিয়েছি তাতে তৃতীয় হওয়ার চেয়ে বেশী ভালো ফলাফল আশা করিনি। বলা যায়, ফল আশাশ্রয়ী। দেশের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পান্টো উচিত বলে তিনি মনে করেন। তার পাবা জনাব বদরুল ইসলাম সিন্দীক বিএডিসি'র ডিভিশনাল ম্যানেজার।



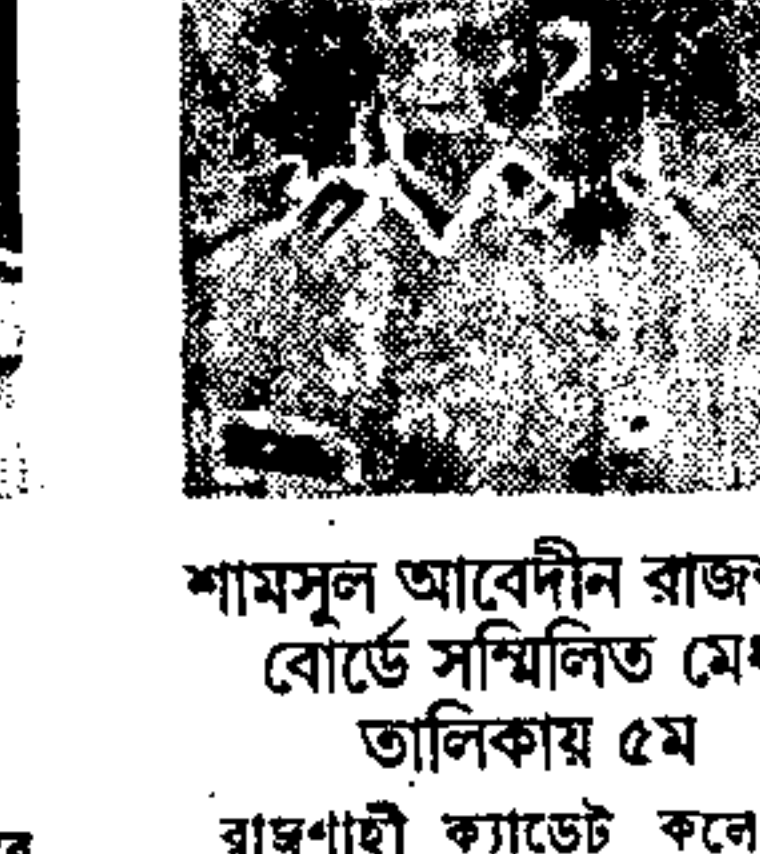
সুলতান মাহমুদ ঢাকা

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সুলতান মাহমুদ সিন্দীক ৪ বিষয়ে লেটারসহ ৯২২ নম্বর পাইয়া ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ও বিজ্ঞান শাখায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এম, (৫ম পৃ: ৫:)



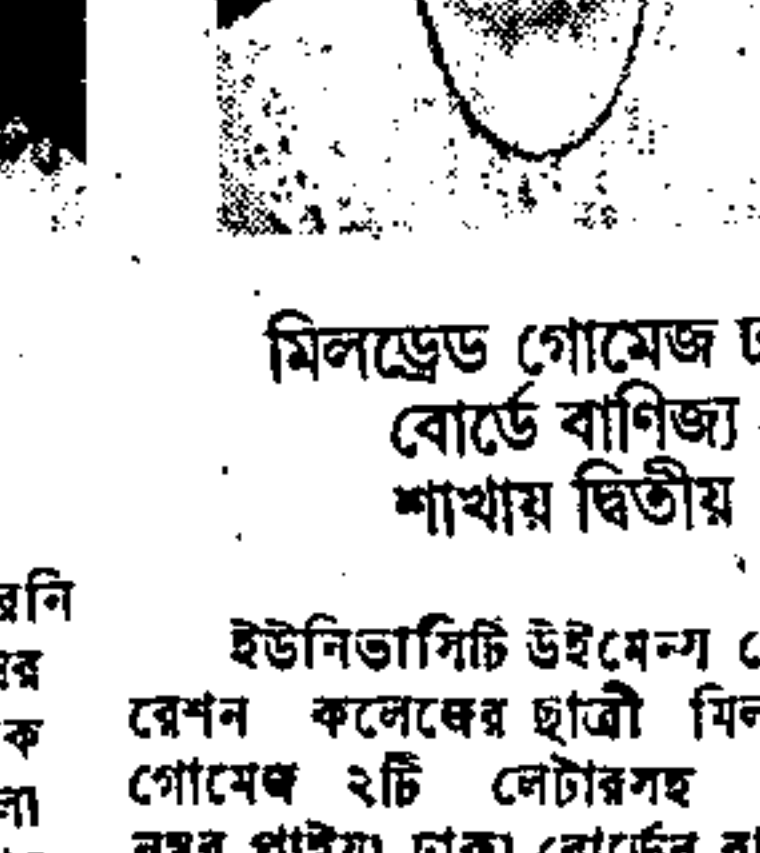
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
কুমিল্লা সংবাদপত্র জানান, ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কুমিল্লা ডিভিশনের সাক্ষর আকতার খান গাইবান্ধা অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সাক্ষর আকতার খান নম্বর ঢাকা ১০২১৫৪। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৭০২। তিনি এসএসসি পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সাক্ষর আকতার খান পুত্র বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী। সাক্ষর আকতার খানের পিতা জনাব মোহাম্মদ খবির উদ্দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর।



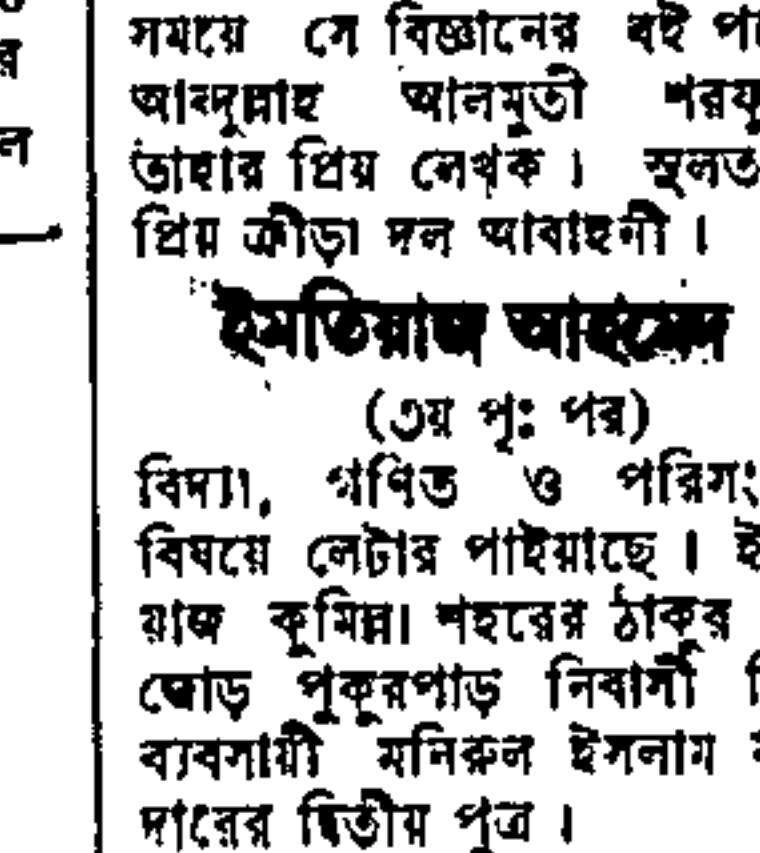
সাক্ষর আকতার খান

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকারী মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আশিকুর রহমান (৫ম পৃ: ৫:)



আশিকুর রহমান ঢাকা

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকারী মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আশিকুর রহমান (৫ম পৃ: ৫:)



আশিকুর রহমান ঢাকা

৥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকারী মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আশিকুর রহমান (৫ম পৃ: ৫:)



আশিকুর রহমান ঢাকা